মূল শব্দাবলীঃ
সামাজিকতা/ অন্যদের সঙ্গে
মেলামেশা করা
একতা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

2 August 2024 / 27 Muharram 1446H

ইসলামে সামাজিক মূল্যবোধ

الحَمْدُ لِلّٰهِ الخَبِيرِ الحَكِيمِ، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ القَوِيُّ المَتِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الأَمِينِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَد فَازَ المُتَّقُونَ.

হে বিশ্বাসীগণ,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি এবং তাঁকে ভয় করি যতটা ভয় তাকে করা প্রয়োজন। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সাথে সুসম্পর্ক রাখি। অন্য মানুষজনের সঙ্গেও সুসম্পর্ক স্থাপন করি। আমরা উন্নত মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করাই যাতে করে আমাদের চারপাশে যাঁরা থাকেন তারা সকলে আমাদের আচরণের মাধ্যমে এবং ইসলামে দেখানো পথ নির্দেশনার কারণে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষন বোধ করেন।

সম্মানিত সুধী,

মাসের প্রথম শুক্রবার আমাদের সামাজিক জীবনে আমরা ধর্মীয় নির্দেশ মোতাবেক যেন পথচালিত হই সেই বিষয়ে আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। সম্মানিত ভাইয়েরা, আপনারা কি নিজেদেরকে সমাজ থেকে

বিচ্ছিন্ন করে দেখার কথা কখনও ভেবে দেখেছেন? পৃথিবীর সমস্ত ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন করে? জীবনের সমস্ত সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে? অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আচরণের ঝামেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে? আপনি বেঁচে থাকেন এবং জীবনের নানা কাজে নিজেকে ব্যপৃত রাখেন কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি নামাজ-বন্দেগী করে আরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে? আপনার জীবনের এক এবং একটিমাত্র লক্ষ্য হলো ভাল মুসলমান হওয়া এবং বেহেশতে একটি চিরস্থায়ী আসন সংরক্ষণ করা।

এই উদাহরণটি খুব আদর্শ একটি জীবন যাপনের উদাহরণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটা ইসলামের প্রদর্শিত পথ নয়। ইসলাম আমাদেরকে কখনও সকলের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেয় না। বিপরীতক্রমে, আমাদেরকে বলা হয়েছে বাইরে যেয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, অন্যের জন্য ভাল কাজ করতে এবং অন্য মানুষের দুর্ব্যবহারের বিপরীতে ধৈর্য ধারণ করতে। ভাইয়েরা আমার, চিন্তা করে দেখেন, আমাদের নবী করিম (সঃ) যদি নবুওত লাভের পরে হেরা পর্বতের গুহা থেকে বের না হয়ে অশিক্ষিত লোকেদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেন তবে এটা নিশ্চিত যে, ইসলামের বানী আজ আমাদের নিকট এসে পৌছুতো না।

সমাজে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সঙ্গে বসবাস করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক ধৈর্যশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং সুনিশ্চিত হতে হবে।। আমাদের নবী করিম (সঃ) বলেছেন, একজন মুসলমান যিনি অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করেন ও অন্যের সঙ্গে কাজ করেন এবং যিনি অন্যের মন্দ ব্যবহারের বিপরীতে তার সঙ্গে ভাল আচরণ করেন তিনি তুলনামূলকভাবে যিনি অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করেন না বা অন্যের সঙ্গে কোন কাজ করেন না এবং অন্যের মন্দ ব্যবহারের আচরণে ধৈর্য ধারণ করেন না তার চেয়ে অধিক উত্তম হবেন। (ইমাম আহমেদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)।

এই হাদীসের আলোকে আমরা নিজেদেরকে প্রতিফলিত করতে পারি এবং নিজেদেরকেই প্রশ্ন করতে পারি যে আমাদের কি উচিত অন্য মানুষের কাছ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা? যদি আমাদের নবী করিম (সঃ) নিজে একধরণের সামাজিকতার বোধ নিজের মধ্যে লালন করে থাকেন তাহলে আমরা

কেন নিজেরা অন্যদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখব? যদি সাইয়েদেনা ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বাইরে গিয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং তাদের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা তাহলে এই একই আচরণ করা আমাদের জন্য উপযুক্ত হবে না?

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমরা আলোচনা করব অন্যের সঙ্গে মেলামেশার সময় কি ধরণের নীতি অবলম্বন করা যায় এবং এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা কি? এখান থেকে আমরা ভাল কিছু শিখতে পারি। এবং এই ভালোটা যেন দেশের সার্বিক উন্নতিতে সাহাযন্মহ

প্রথমতঃ নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকার ও একাত্মতাবোধ অনুভব করা দরকার। আমরা যখন একে অন্যকে সম্ভাষন করি, অন্যের ভিন্নতাকে গ্রহণ করে নেই এবং অন্যের সঙ্গে ভাল আচরন করি তখনই সম্প্রদায়ের সকলের সঙ্গে এক ধরণের একাত্মতা বোধ জাগ্রত হয়। আর আমরা যদি এসব কাজে অভ্যস্ত না হই, তাহলে তা শুরু করা দরকার খুব কাছের মানুষের সঙ্গে বা যা সহজ তা দিয়ে যেমন আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে, নামাজে আগত অন্য অপরিচিত মুসলমানের সঙ্গে , স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে বা অফিসের অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল আচরন করা দিয়ে।

সুরা আল হুজরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

অর্থঃ হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

এই আয়াতটি আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশিকা প্রদর্শন করে। একই বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়ের আমাদের সকলকে সৎ চরিত্রবান হওয়ার উদাহরণ হিসাবে নিজেকে পরিচালিত করতে হবে, এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে জনকল্যাণ ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজনগুলিকে অধিক প্রাধান্য দিতে হবে। এই মূল্যবোধগুলিকে ইসলামের পরিভাষায় "ইতহার" নামে অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ একটি সামাজিক সচেতনতাবোধ ও যৌথ দায়িত্ববোধ অন্তরে লালন করা দরকার। গত সপ্তাহের খুতবায় আলোচিত মুহাজিরিন ও আনসারের গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইসলামিক সম্প্রদায় গঠিত করেছে একটি দায়িত্বশীল সমাজ। আমরা আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে অন্যকে সাহায্য করতে চেষ্টা করি। আমাদের অবদান সে যত ছোটই হোক না কেন, আমাদের বিশ্বাস তা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও সমাজের কল্যাণে সাহায্য করে। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি যেখানে আমাদের নবী করিম(সঃ) বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার প্রকারভেদ আছে এবং সবচেয়ে সহজ প্রকারের বিশ্বাস হলো, পথের কাটাকে সরিয়ে ফেলা।

এমনই বৈশিষ্ট্য হলো একজন বিশ্বাসীর যিনি জনকল্যাণ সাধন করার পরেও ধর্মীয় সকল দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করেন। এই মনোভাব নিয়ে আসুন আমরা কয়েকটি অবস্থা নিয়ে আলোচনা করি;

মসজিদে ঢোকার মুখেই কিছু মানুষ সুন্নাহ কাবলিয়াহ/ সুন্নাহ বাদিয়াহ নামাজ আদায় করেন অন্য লোকের মসজিদে ঢোকার পথ রুদ্ধ করে, এটা কি ঠিক? আমাদের নিজেদের শরীর বা জনকল্যাণের চিন্তা না করে শুধু আমাদের নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য আমাদের কি সিগারেট বা ই-সিগারেটে ধূমপান করা উচিত? আমাদের এই বিষয়গুলি গভীরভাবে ভাবা দরকার এবং আমাদের নিজেদের জীবনে উন্নতি সাধন করা দরকার।

আসুন, আমরা প্রত্যেকে মুমিন হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলি এবং আমাদের নিজেদের এবং সেইসঙ্গে সমাজের উন্নতি সাধন করি। আমরা যেন আমাদের চারপাশের সকলের কাছে আদর্শ মুসলমান মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহিম আমাদের সকল গুনাহ ও ভুল কাজ আপনার ভালবাসা ও দয়া দিয়ে ক্ষমা করে দিন। ইয়া কুদ্দুস, ইয়া সালাম, আমাদের সম্প্রদায়কে শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে বেষ্টিত রাখুন। ইয়া হাদী, ইয়া আলীম, আপনি আমাদের দুর্বলতাসমূহ জানেন। আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে সেগুলি সর্বোত্তম উপায়ে পালন করতে সাহায্য করুন। ইয়া ফাত্থ, ইয়া মুজিব, আমাদের ইবাদতগুলি গ্রহণ করুন এবং আমাদের সামনে আমাদের কল্যাণের দ্বার খুলে দিন। আপনার দয়া ও করুণা দিয়ে ইহজগত ও পরকালে আমাদের পরিবেষ্টিত করে রাখুন। আমীন! ইয়া মুজিবাস সাইলিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

KHUTBAH KEDUA

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَم وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.